দৈনিক খবর

55

তারিখ 20 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের দলীয়করণ প্রসঙ্গে

॥ শাহরুখের রহমান খান ॥

পার্টি এবং সরকারের মধ্যে পার্থক্য কি? পাঠকবৃন্দ আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন, আমি ক্ষমতাসীন পার্টির কথা বলছি। রাজনৈতিক দল যতোদিন বিরোধিতার ভূমিকায় আছে ততোদিন এ প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু যখনই দলটি ক্ষমতায় গেল তখন এ প্রশ্ন বিশেষ বিবেচনার দাবীদার হয়ে গেল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর জন্যে বলা হয়েছিল, ওখানে পার্টিই প্রধান। সরকারকেও পরিচালনা করবে পার্টি। পার্টিই সরকার গঠন করে দেবে।

একদিক থেকে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও (বিশেষতঃ যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র আছে) ব্যাপারটি তা-ই। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার মানে আসলে দলীয় সরকার। দল নির্বাচন করে। জেতে। এবং দল যাকে সংসদের নেতা নির্বাচিত করে তাঁর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। কিন্তু তারপরেও সমাজতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে এবং তাহলো নির্বাচন নিয়ে।

যে রকম সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক দেশে সরকার নির্বাচিত হয়, সমাজতান্ত্রিক দেশে সে সবের বালাই নেই। সেখানে পার্টি ক্যাডারদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেতা নির্বাচিত হয় (এই পার্টির সদস্য বা ক্যাডারও আবার সহজে হওয়া যায় না)। পদ্ধতিটাকে গণতান্ত্রিক বলা হয় না। বলা হয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পদ্ধতি। এই পদ্ধতির কারণে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে পার্টি নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়, এমনকি কংগ্রেসের মাধ্যমেও নয়। প্রকৃতপক্ষে পলিটব্যুরো কর্তৃক।

অনেকেই বলেছেন, পদ্ধতিটা গণতান্ত্রিক ছিল না। এ জন্যেই সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলো টিকতে পারেনি। তা হতে পারে। সেটি আমার আলোচ্য বিষয় নয়। ভাববার বিষয় হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে পার্টির প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব থাকবার পরেও সেখানে সরকার নামক একটি আলাদা সংগঠনের প্রয়োজন কিসের। আলাদা বলছি কারণ সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির যাঁরা দার্শনিক নেতা তাঁরাও পার্টি ও সরকারকে এক বলেননি। কিছু বাস্তব পরিস্থিতি আছে যার কারণে পার্টি এবং সরকার এক নয়।

গণতান্ত্রিক দেশগুলো সম্পর্কেও একই কথা সত্যি। এখানে পার্টির প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব নেই। জনগণের ভোট না পেলে পার্টি সরকার গঠন করতে পারে না। জনগণের ভোটে যাঁরা নির্বাচিত তাঁদের নিয়ে গঠিত হয় সংসদ। এই সংসদ দায়ী থাকে জনগণের কাছে। সরকারকে জবাবদিহি করতে হয় জনগণেরই কাছে। যদিও বলা হয় সংসদ সার্বভৌম তার পরেও সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। এই পদ্ধতিতেও পার্টি আছে, সরকার আছে এবং সরকার তথা মন্ত্রিসভাকে পার্টির কাছেও জবাবদিহি করতে হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, একটিতে জবাব দিতে হয় সরাসরি পার্টির কাছে। জনগণের প্রশ্নও সেখানে বিবেচনায় আসে। কিন্তু সেটা গৌণ। আরেকটিতেও পার্টির কাছে জবাব দিতে হয়; কিন্তু ভোটে জেতার প্রশ্ন আছে বলেই জনগণ মুখ্য।

কথাগুলো বলছি এ কারণে যে, বিশেষতঃ অনুন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে প্রায়শঃই সরকার এবং পার্টির ভেদরেখা মুছে যায়। সরকারের মন্ত্রী কেবল পার্টি নেতার মতো আচরণ করেন, আর পার্টির নেতা (যিনি মন্ত্রী নন) সরকার এবং প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করেন। কোন সন্দেহ নেই সম্পর্কটি জটিল। পার্টি এবং সরকারের মধ্যে যেমন একাত্মতা আছে তেমনি পার্থক্যও থাকবে। এই পার্থক্য রেখা টানা অনেক সময় মুশকিল। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে যে পার্টি এই পার্থক্য রেখা টানতে পারবে তাকে মানুষ বেশী পরিমাণে গণতান্ত্রিক বলে ভাববে।

সংসদীয় পদ্ধতির সরকার মানে নিঃসন্দেহে দলীয় সরকার। কিন্তু তার মানে দলবাজদের সরকার নয়। দলের বাইরে যে লাখ কোটি মানুষ তারা দলবাজি পছন্দ করেন না। দলাদলি পছন্দ করেন না। যদি কখনও তাদের মনে হয় দল ক্ষমতায় গিয়ে তাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসতে চায় তবে সে দলকে ঘাড় থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে তারা।

ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবার ১৫ বছর পরে বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে জয়লাভ করে ক্ষমতায় যেতে পারলো না তার একটি কারণ সম্ভবতঃ এই যে, মানুষ মনে করেছিল আওয়ামী লীগ সব কিছুর দলীয়করণ করতে চায়। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রধান দু'টি অভিযোগ হলো- ১। এরা ধর্মে বিশ্বাস করে না। এরা ক্ষমতায় গেলে ধর্মকর্ম থাকবে না, (২) দলটি ভারতপন্থী। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এ দু'টি সমালোচনার কোনটিই তেমন ধোপে টিকবে না। কারণ এ দু'টি অভিযোগের রাজনৈতিক জবাব আছে। এটা দলটির কর্মতৎপরতার ব্যাপার। কিন্তু আওয়ামী লীগ দলবাজি করেছিল বলে যে অভিযোগ সেটি খন্ডন করা কিছুটা কষ্টকর। ব্যাপারটা আওয়ামী লীগ বুঝতেই পারেনি। তৎকালে প্রশাসন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতাই সম্ভবতঃ এর প্রধান কারণ। নইলে আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফাকে রেডক্রসের চেয়ারম্যান বানাবে কেন? প্রয়াত এই নেতা তেমন অন্যায় কিছু না করে অযথা বিরাট বদনামের বোঝা মাথায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। তখন একজন বিচারপতিকে যদি ঐ পদে বসানো হতো তবে সম্ভবতঃ এ ধরনের অভিযোগ উঠতো না। শুধু রেডক্রস বলে নয় এ রকম অজস্র সংগঠন বা সংস্থা ছিল যেখানে আওয়ামী লীগের নেতা-সংগঠকদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। অথচ সেখান থেকে কোন দলীয় বা ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রত্যাশা ছিল না। দল যেহেতু সরকারে গেছে, দলের কর্মীদের জন্যে কিছু করা সরকারেরই দায়িত্ব- এই ধরনের একটা ভাবনা আওয়ামী লীগের ছিল, যার পরিণতি ভাল হয়নি।

সে অবশ্য আজ প্রায় দেড় যুগ আগের কথা। ইতিমধ্যে কয়েকটি সরকার পরিবর্তন হয়েছে। আগের সরকার বা সরকারগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে পরের সরকার শিখেছে। দীর্ঘদিন গণতন্ত্রের জন্যে রক্তক্ষরা আন্দোলনের মধ্যে থেকে শিখেছে মানুষ। শিখেছে শিক্ষিত মানুষেরাও। একটা মনন জগৎ তৈরী হয়েছে সারাদেশ জুড়ে যা গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ তৈরীতে সহায়ক। একটা আধার তৈরী হয়েছে, অগণতান্ত্রিক যা কিছু তাকেই যা ধিক্কার জানায়। এতো কিছুর পরেও কি আমরা ফিরে যাবো মূল্যবোধহীন অথবা কেবলমাত্র দলীয় বোধসম্পন্ন শাসন প্রক্রিয়ায়?

একটি ঘটনার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেই আজকে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। পত্রিকায় দেখে ভালো লেগেছে যে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, চাকরির আবেদন বা অন্য কোন বিষয়ে মন্ত্রীরা যেন সুপারিশ না করেন। খুব শিগগিরই এ ব্যাপারে নির্দেশ জারিও হতে পারে। মন্ত্রীরা এ নির্দেশ মানবেন কি-না তা বলতে পারি না। এতোদিন পর্যন্ত তারা যে মানেননি তা বলতে পারি। অবশ্য এর আগে তো কোন নির্দেশও ছিল না। কিন্তু বিষয়টি কি কেবল নির্দেশের? অর্ডার দিয়ে কি নীতিমালা তৈরী হয়?

নির্দেশ দিয়ে মূল্যবোধ গড়ে তোলা যায়? আমি তো একজন মন্ত্রীর কথা জানি যিনি গত নির্বাচনের সময় তাঁর বিরোধী প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছিল বলে এক ব্যবসায়ীকে হয়রানির মধ্যে রেখে দিয়েছেন। সে কাজে তিনি প্রশাসনকেও ব্যবহার করেছেন।

হতে পারে সরকারের সিদ্ধান্তের সাথে সরকারের অন্তর্গত কোন ব্যক্তির বিরোধ আছে। হতে পারে কোন ব্যক্তি সরকারকে ভুল পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু দায় তো শেষ পর্যন্ত সরকারের, কোন ব্যক্তির নয়। মন্ত্রীর নামে পত্রিকায় রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল। হতে পারে রিপোর্টটি ভুল এবং এ জন্যে তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদার হানি হয়েছে। সে জন্যে তিনি আইনের আশ্রয়ও নিতে পারেন। কিন্তু ক্ষমতার জোরে তিনি যদি সংবাদপত্র জগতের লোকজনকে হাজতবাস করান তাতে সরকার নিন্দিত বৈ নন্দিত হন না।

বর্তমানে দলীয়করণের সব চাইতে বড় যে কাজে সরকার হাত দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে তাহলো ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সরকার আলাদা করে কিছু করছে না। করছে সরকারের টেলিভিশন। দশ দিনের ব্যবধানে বাংলাদেশ টেলিভিশনের দু'টি অনুষ্ঠান দেখে এ প্রশ্ন যে কোন সচেতন দর্শকের মনে জাগা স্বাভাবিক। প্রথম অনুষ্ঠানটি ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান দিবসে প্রচারিত হয়েছে। সবাই জানেন ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন কর্নেল তাহের। জিয়া ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান। বন্দী এবং সে কারণেই নিষ্ক্রিয়। এটা হলো ইতিহাস। অথচ পুরো অনুষ্ঠানটি এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে যেন ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানটি হয়েছে জেনারেল জিয়ার জন্যে। এবং জিয়াই ছিলেন তার নেতা। কর্নেল তাহেরকে হৃদয়হীনভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি প্রচার করা হয়েছে ১৭ নভেম্বর মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর মৃত্যু দিবসে। এ কথা কেউ বিস্মৃত হননি যে, ক্ষমতার শীর্ষে থেকে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিজের জন্যে দল গঠন করতে গিয়ে যে দলটির উপরে তাঁর থাবা বসিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী সেটি মওলানা ভাসানীর দল। প্রয়াত মশিউর রহমান যাদু মিয়া, জনাব এস, এ, বারি এটিসহ অনেকে তাঁর দলে ভিড়েছিলেন মন্ত্রিত্বের লোভে। আমারতো মনে হয় জেনারেল জিয়া এবং তাঁর দল বিএনপি মওলানা ভাসানীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাননি বরং তাঁর ক্ষতি করেছেন। পাঠকদের অনেকের হয়তো মনে থাকবে পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত নকশাল নেতা চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর ইন্দিরা গান্ধী শ্রদ্ধা প্রকাশে আন্তরিক হবার চেষ্টা করলেও অনেকেই বলেছিলেন, চারু মজুমদারকে মেরেছেইতো কংগ্রেস।

আমি বর্তমানে ক্ষমতাসীন বিএনপি'র বিরুদ্ধে এতোবড় অভিযোগ করবো না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে একরাশ শ্রদ্ধা নিয়ে একেবারে সন্তোষ চলে গেলেন তার বিরুদ্ধেও আমার কিছু বলার নেই। তবে আমার এটা মনে হলো, মজলুম জননেতার যে একটা শ্রদ্ধার আসন এদেশের মানুষের মধ্যে আছে তাতে অযাচিত, অনভিপ্রেত ভাগ বসাবার চেষ্টা করছেন তিনি এবং তাঁরা।

কোন এক সময়েও মওলানা ভাসানীর সাথে কাজ করেছেন যাঁরা তাঁদের ব্যাপারে আমি এ প্রশ্ন করছি না। আমি প্রশ্ন করছি বর্তমান ক্ষমতাসীনদের এবং বিশেষতঃ মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে। আপনি শ্রদ্ধা করেন মওলানা ভাসানীকে? কেন? শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা করেন না কেন? কেন শেখ মুজিবের মৃত্যু দিবসে শোকবাণী দেন না? তাঁর কবরে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন না? এর মাধ্যমে আপনারা কি এটাই বোঝাতে চাইছেন না যে, মওলানা ভাসানী আপনাদের লোক? অথচ ব্যাপারটা তো আদতেও তা নয়।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, এটাকেও দলীয়করণ বলে। এভাবে যাকে দলীয়করণ করছেন তাঁর জন্যে এটা দ্বিতীয় মৃত্যু।

দলীয়করণে আওয়ামী লীগের অপরাধ ছিলো ছোট মাপের। অনভিজ্ঞতাপ্রসূত। আর আপনাদেরটি বড় মাপের। Calculated and cold blooded.